কলকাতা হাইকোর্ট
(সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র)
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি

২০১৮ সালের ডবলুপিএ ১০৭৩৭
প্রদীপ কুমার নাইয়া
-বনাম-
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা
২০০৪ সালের এফ. এম. এ ৪৮৮
সহ
২০০৪ সালের আই. এ. নং. সি. এ. এন. ১ (২০০৪ সালের পুরনো সংখ্যাঃ সি. এ. এন. ৪০৮০)
সঙ্গে
২০২১-এর ডব্লিউ. পি. এ ১১১৪২
সহ
২০১৮ সালের ডবলুপিএ ১৮৫৪৮

আবেদনকারীর জন্যঃ — শ্রী ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত
শ্রীমতী পুষ্পিতা ভৌমিক

হাইকোর্ট প্রশাসনের জন্যঃ — শ্রী জয়দীপ কর
শ্রী সুকান্ত চক্রবর্তী

শুনানি - ০৭.০৮.২০২৮

বিচার- **০৬.১০.২০২৩**

<u>পার্থ সারথি চ্যাটার্জি, বিচারপতি:-</u>

১. ২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ১৮৫৪৮-এ পাস হওয়া একটি আদেশের মাধ্যমে, এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ নির্দেশ দেয় যে ২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৮৫৪৮ হওয়ার রিট পিটিশনের পাশাপাশি ২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি নং ১০৭৩৭ (ডব্লিউ) এবং ২০২১ সালের ডব্লিউ পি. এ ১১১৪২-এর শুনানি হওয়া উচিত। ২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি নং ১০৭৩৭ (ডব্লিউ)-এ পাস হওয়া তারিখের আদেশ থেকে, এটি স্পষ্ট যে উত্তরদাতারা তাদের অবস্থানের সমর্থনে ২০০৪ সালের এফ. এম. এ ৪৮৮ এবং ২০০৪ সালের এম. এ. টি ১৯৬৭-তে পাস হওয়া আদেশের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং তাই, এফ. এম. এ ৪৮৮ ২০০৪ রিট পিটিশনের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

২. ১২.০৫.২০১৬-এর উপর নির্বাচন কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব এবং ৩০.৪.২০১৮ তারিখের ১২৮ নম্বরের একটি আদেশ যার মাধ্যমে ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের চূড়ান্ত গ্রেডেশন তালিকা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই রিট পিটিশনটি ২০১৮ সালের ডব্লিউপি নং ১০,৭৩৭ (ডাব্লু) হিসাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। ১০.০৮.২০১৮ তারিখের ১৯৬ নম্বরের আদেশ বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে রিট পিটিশনের ৫ থেকে ৯ নম্বর ব্যক্তিগত উত্তরদাতা পাঁচ কর্মচারীকে বিসি পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল, গ্রেড-। , ২০১৮ সালের ডব্লিউপিএ ১৮৫৪৮ চালু করা হয়েছিল, যেখানে ২০২১ সালের ডব্লিউপিএ নং ১১৪২-এ আবেদনকারী আদেশের প্রতিরক্ষামূলকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ১১৪ তারিখ ১৯.৩.২০২১ বিজ্ঞ মুখ্য জজ, নগর দায়রা কোর্ট,

কলকাতা যেখানে চূড়ান্ত গ্রেডেশন তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বছর ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০।

৩. নগর দায়রা আদালতে (এরপরে আদালত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বিসি, জি. আর-১ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে, সংরক্ষণ নীতি এবং/অথবা ৫০-পয়েন্ট রোস্টার / কর্মী তালিকা মেনে চলা এবং/অথবা প্রয়োগ করা প্রয়োজন ছিল এবং এই ধরনের পদোন্নতি দেওয়ার জন্য কোন নিয়মগুলি অনুসরণ করা উচিত ছিল, তা কি কেবল যোগ্যতার জন্য, নাকি ১-এর ভিত্তিতে, সেই তিনটি রিট পিটিশনে এই ধাঁধাটি উত্থাপিত হয়েছিল 'যোগ্যতা-সহ-যোগ্যতা বা' জ্যেষ্ঠতা-সহ-যোগ্যতা বা 'শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠতা'।

৪. ২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. নং ১০৭৩৭ (ডব্লিউ) এবং এর বর্ণিত তথ্যের ক্যাপসুলেটেড রূপ সহ নথি নিম্নরূপঃ-

ক. আবেদনকারী তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের। ২০১৮ সালের W.P. নং ১০৭৩৭(W) গ্রহণের সময়, তিনি আদালতে বেঞ্চ ক্লার্ক-গ্রেড-II হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০০৪ সালের FMA নং ৪৮৮ এবং ২০০৪ সালের MAT ১৯৬৭-এ এই আদালতের একটি মাননীয় বিভাগের দেওয়া আদেশ অনুসারে এবং বিচারপতি শেঠি কমিশন বাস্তবায়নের জন্য, ২২.১.২০১৪ তারিখে সিটি সেশনস কোর্ট কর্তৃক কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম এবং/অথবা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সেই নিয়ম/নির্দেশিকা অনুসারে, গ্রুপ-এ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৫০-পয়েন্ট রোস্টার অনুসারে সংরক্ষণ সম্পর্কিত নিয়মগুলি পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে 'যোগ্যতা/উপযুক্ততা-সহ-জ্যেষ্ঠতা'র নিয়মগুলি অনুসরণ করা আবশ্যক ছিল। শুধু লক্ষ্য করা যথেষ্ট যে সেরেস্তাদার, সহকারী রেজিস্ট্রার এবং BC-Gr-I পদগুলি আদালতে গ্রুপ-এ পদের অন্তর্গত ছিল।

খ. ৪৩ নং তারিখের ১০.০৫.২০১৬-এর একটি আদেশের মাধ্যমে, নির্বাচন কমিটি বিসি পদে পদোন্নতির জন্য একটি সাক্ষাৎকারের আহ্বান জানিয়েছিল, গ্রুপ -। ১২.৫.২০১৬-এ। আবেদনকারী সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু সফল প্রার্থী হিসাবে আবির্ভূত হতে পারেননি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫-এর প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে আবেদন করে তিনি কিছু তথ্য চেয়েছিলেন যা তাকে ২০.৬.২০১৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল।

গ. কলকাতার হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে সম্বোধন করে ২১.৭.২০১৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারী তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন যে সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া কিছু কর্মচারীকে অবৈধভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং কোনও বিসি, গ্রুপ -। ছিল না পদে পদোন্নতি দেওয়ার জন্য সাক্ষাৎকার পরিচালনার নিয়ম

ঘ. যাইহোক, ৫৪ নম্বর আদেশের অধীনে একটি খসড়া গ্রেডেশন তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। আবেদনকারী এই ধরনের গ্রেডেশন তালিকার বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। আবেদনকারীর আপত্তি গ্রেডেশন অবজেকশন ডিসপোজাল কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু কমিটি আবেদনকারীর আপত্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল। ৩০.৪.২০১৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, প্রধান বিচারক ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের চূড়ান্ত গ্রেডেশন তালিকা গ্রহণ এবং/অথবা প্রকাশ করেছিলেন যা থেকে কার্যকর হয়েছিল ১.১.২০১৬ এবং ১.১.২০১৭ যথাক্রমে।

ঙ. আবেদনকারী তথ্য অধিকার আইন, ২০১১৫ এর অধীনে বিসি, গ্রেড-১ পদের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য চেয়ে আবেদনপত্র জমা দেন। ১৪.৫.২০১৮ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, আদালতের প্রধান বিচারক তথ্য প্রদান করেন যে, ২০০৪ সালের FMA নং ৪৮৮ এবং ২০০৪ সালের MAT নং ১৯৬৭-এ প্রদত্ত আদেশ অনুসারে, বিসি, গ্রেড-১ পদে পদোন্নতির জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং গ্রেড-এ পদের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটি ১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭ জন প্রার্থীকে যোগ্যতার ভিত্তিতে অর্থাৎ ওপেন পারফরম্যান্স রিপোর্ট (সংক্ষেপে, OPR) এবং সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নির্বাচন করে। ৫০-পয়েন্ট তালিকা অনুসরণ করা হয়নি। ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮০ নম্বর OPR-এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং ২০ নম্বর সাক্ষাৎকারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।

চ. এই ধরণের কালানুক্রমিক ঘটনাবলীতে, আবেদনকারী ২০১৮ সালের W.P. নং. 10737(W) কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যেখানে ৩০.৪.২০১৮ তারিখের ১২৮ নং আদেশ এবং ১২.০৫.২০১৬ তারিখে নির্বাচন কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিবাদী নং. ১, ৩ এবং ৫ এই রিট আবেদনের ব্যতিক্রম ব্যবহার করেছেন যা রেকর্ডে সংরক্ষিত আছে।

৫. ২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৮৫৪৮-এ উপস্থাপিত সংক্ষিপ্ত তথ্য এবং এর সঙ্গে যুক্ত নথিগুলি নিম্নরূপঃ-

i) নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান ১৪.০৬.২০১৮ এবং ৫.৭.২০১৮ তারিখের তার আদেশে ১.৬.২০১৬ থেকে ৩১.৫.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য অতিরিক্ত সুপারভাইজারি হেড ক্লার্ক/গ্রেড-২ এর সকল কর্মীর OPR বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার, বিজ্ঞ মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিজ্ঞ বরিষ্ঠ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষেপে, SMM) এর কাছ থেকে চেয়েছেন।

ii) তৎকালীন এসএমএম কেবল ২৯.৬.২০১৮ তারিখে এই কার্যভারে যোগদান করেন এবং সেই অনুসারে, ১.১.২০১৬ থেকে ৩১.৫.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত তাকে পদায়ন করা হয়নি এবং আবেদনকারীকে ১৫.১.২০১৮ তারিখে বিসি-আই, এফটিসি-আইআই, বিচার ভবন, কলকাতা পদে বদলি করা হয়। ১৯.১২.২০০০ তারিখের স্মারকলিপি নং ১০৬২-এফ অনুসারে, রিপোর্টিং অফিসার, কাউন্টারসাইনিং অথরিটি বা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ, যথাসম্ভব, যে কোনও কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ওপিআর সম্পর্কে তাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হবে যদি তিনি কমপক্ষে ছয় মাস ধরে সেই কর্মচারীর কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন এবং যদি এই ধরনের কোনও কর্তৃপক্ষ কমপক্ষে ছয় মাস ধরে কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ না করে থাকেন, তাহলে তা পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো উচিত যিনি কমপক্ষে ছয় মাস ধরে সেই কর্মচারীর কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করেছেন। যদিও SMM ছয় মাস ধরে আবেদনকারীর কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায়নি তবুও SMM সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রারের সাথে পরামর্শ করে আবেদনকারীর সার্ভিস বই এবং অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনা করে তার OPR প্রেরণ করে। প্রাথমিকভাবে, আবেদনকারী এই কারণে এই ধরনের OPR-তে স্বাক্ষর করেননি। তবে, শেষ পর্যন্ত, তিনি 9.7.2018 তারিখে আপত্তি জানিয়ে OPR-তে স্বাক্ষর করেন।

iii) আবেদনকারীর মতে, ২২.০১.২০১৪ তারিখের নিয়ম/নির্দেশিকা অনুসারে, ৫০-দফা তালিকা অনুসারে সংরক্ষণ সম্পর্কিত অন্যান্য নির্দেশিকা এবং নিয়মাবলী পর্যবেক্ষণের যোগ্যতা/উপযুক্ততা-সহ-জ্যেষ্ঠতার নীতিমালা গ্র-এ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে মেনে চলা উচিত ছিল।

iv) ১০.৫.২০১৬ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, নির্বাচন কমিটি গ্র-এ (BC, Gr-I) পদে পদোন্নতির জন্য একটি সাক্ষাৎকার আহ্বান করে। আবেদনকারী সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু যেহেতু বিবাদীরা ৫০-দফা তালিকা অনুসরণ না করে পদগুলিতে পদোন্নতি দিয়ে স্বেচ্ছাচারী এবং অবৈধভাবে কাজ করেছিলেন, তাই আবেদনকারীকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তাই, তিনি ২০১৮ সালের W.P. নং 10737(W) পছন্দ করতে বাধ্য হয়েছেন যা চূড়ান্ত বিচারের জন্য বিচারাধীন ছিল।

v) উপরোক্ত রিট আবেদনটি W.P. হওয়া সত্ত্বেও। ২০১৮ সালের W.P. নং ১০৭৩৭(W) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে, নির্বাচন কমিটি ২৩.৭.২০১৮ তারিখে আবার সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকে। ২৩.৭.২০১৮ তারিখে প্রধান বিচারকের কাছে একটি চিঠি দিয়ে দাবি করা হয় যে তিনি তার অধিকার এবং ২০১৮ সালের W.P. নং ১০৭৩৭(W) এ উল্লিখিত যুক্তিগুলির প্রতি কোনও ক্ষুণ্ন ছাড়াই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হচ্ছেন, আবেদনকারী সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হন।

vi) সাক্ষাৎকারে আটজন প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ৫ (পাঁচ) জন প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। আবেদনকারী সফল প্রার্থী হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেননি। আবেদনকারী আবার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫ এর অধীনে আবেদন জমা দিয়েছিলেন যাতে ৫০-দফা তালিকা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা জানতে চাওয়া হয়।

উত্তরটি নেতিবাচক ছিল। প্রদত্ত তথ্য থেকে স্পষ্ট যে ১.৬.২০১৬ থেকে ১২.৪.২০১৮ পর্যন্ত সময়ের জন্য OPR বিবেচনা করা হয়েছিল, যদিও ১.৬.২০১৬ থেকে ৩১.৫.২০১৮ পর্যন্ত সময়ের জন্য OPR চাওয়া হয়েছিল এবং দাবি করা হয়েছিল যে BC, Gr.-I পদগুলিতে পদোন্নতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ২২.১.২০১৪ তারিখের নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়েছিল এবং ১০.৮.২০১৮ তারিখের ১৯৬ নং আদেশের মাধ্যমে প্রধান বিচারক উপরোক্ত পাঁচজন প্রার্থীকে GR.-A (BC-I, Gr.-I) পদে পদোন্নতি দিয়েছেন।

vii) আবেদনকারী অভিযোগ করেন যে তিনি পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছিলেন। তাঁকে ও. পি. আর-এ গড় নম্বর দেওয়া হয়েছিল। ৫০-পয়েন্টের রোস্টার মেনে চলা হয়নি এবং সাক্ষাৎকার নেওয়ার কোনও ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও, নির্বাচন কমিটি বিসি, জিআর -I পদে পদোন্নতি দেওয়ার জন্য সাক্ষাৎকার নিয়েছিল এবং ফলস্বরূপ, আবেদনকারীকে নির্বাচন কমিটির সুপারিশ এবং তার বাতিল করার জন্য ২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৮৫৪৮ প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করা হয়েছিল ফলস্বরূপ ক্রম দেখুন. ১৯৬ তারিখ ১০.৮.২০১৮।

৬. উপরের দুটি রিটে প্রকাশিত তথ্যগুলি বাদ দিয়ে, তথ্যগুলি গণনা করা হয়েছে, সংরক্ষণ করা হয়েছে ২০২১ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১১৪২-এ পিটিশনগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ-

ক. আবেদনকারীকে ৯.৬.২০১৪ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে বিসি-জিআর ।। পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। ১.১.২০১৬ অনুযায়ী, জিআর -I-এর দুটি পদ কলকাতার সিটি সেশনস বিভাগে খালি ছিল এবং ৫০-পয়েন্টের রোস্টার ছিল

অনুসরণ করা হয়, একটি পদ এসসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। উত্তরদাতারা ৫০-পয়েন্টের রোস্টার বজায় রাখেন না। ২০১৮ সালের ডব্লিউ. পি. নং ১০৭৩৭ (ডাব্লু) রিট পিটিশনের ৭ নম্বর উত্তরদাতা অভিজিৎ ভট্টাচার্যকে প্রশাসনিক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল উপরোক্ত রিট পিটিশনের বিচারাধীনতার সময় অফিসার।

খ. ১৪.১০.২০২০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, ২০১৮,২০১৯ এবং ২০২০ সালের জন্য প্রস্তুত করা খসড়া সাধারণ গ্রেডেশন তালিকা যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আবেদনকারীর বিদ্বান আইনজীবী প্রধান বিচারপতিকে ১৪.১.২০২০ তারিখের আদেশ প্রত্যাহার করার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু নিরর্থক।

গ. ৫.১.২০২১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, বিদ্বান প্রধান বিচারক বিচারক পদের কর্মচারীদের মধ্যে সঞ্চালনের জন্য খসড়া গ্রেডেশন তালিকা প্রকাশের জন্য কমিটিকে নির্দেশ দেন। কর্মচারীদের -এ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল খসড়া গ্রেডেশন তালিকার ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি জমা দিন।

ঘ. দুটি চিঠি দিয়ে আবেদনকারী আপত্তি তুলেছিলেন যে, পার্থ প্রতিম পল নামে একজন কর্মচারী, যিনি একটি রিট পিটিশনে উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং আবেদনকারীর কনিষ্ঠ দুই কর্মচারীকে কমিটির সদস্য নিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু আবেদনকারীর উত্থাপিত আপত্তিটি পরিণত হয়েছিল প্রধান বিচারক তার ১৮.২.২০২১ তারিখের চিঠির মাধ্যমে নামিয়ে দিয়েছেন।

ঙ. তবে, ১০.৩.২০২১ তারিখের এক আদেশে, প্রধান বিচারক কমিটির প্রতিবেদন গ্রহণ করেন এবং ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের জন্য সাধারণ গ্রেডেশন তালিকা অনুমোদন করেন এবং সেই গ্রেডেশন তালিকাগুলি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়।

চ. আবেদনকারী ১০.৩.২০২১ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আরেকটি রিট পিটিশন দাখিল করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার অসুস্থতা এবং কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে তিনি তা দাখিল করতে পারেননি।

ছ. ১০.৩.২০২১ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান রিট পিটিশনটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী দাশগুপ্ত যুক্তি দেখান যে বিসি, গ্রুপ-। (জিআর -এ) পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি প্রযোজ্য। আদালত পদোন্নতি দেওয়ার সময় এবং গ্রেডেশন তালিকা প্রস্তুত করার সময় সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করেনি এবং ৫০-পয়েন্টের রোস্টার বজায় রাখেনি বরং এমন একটি নীতি গ্রহণ করেছে যা আইনের পরিপন্থী। তিনি জমা দেন যে যেহেতু সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা হয়নি, তাই আবেদনকারী বিসি পদে তাঁর পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, জিআর -।। ২০১০ সালের ডব্লিউ. পি. নং ২২৭৫২ (ডাব্লু) (দুলাল চন্দ্র সরকার ও অন্যান্য - বনাম-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য),)-এ প্রদত্ত রায়ের উপর তাঁর নির্ভরতা স্থাপন করে তিনি যুক্তি দেখান যে এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের জেলা আদালতগুলিতে সরাসরি নিয়োগ এবং সহায়ক কর্মীদের পদোন্নতি উভয়ের ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের বিধান করেছে। একটি ই-মেইলের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে (রেকর্ডের সাথে রাখা) যা সংরক্ষিত জেলা বিচারক, মুর্শিদাবাদকে পাঠানো হয়েছিল যুগ্ম কমিশনার এবং প্রাক্তন অফিস যুগ্ম সচিব, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ, ডব্লিউ. বি. সরকার এবং একটি মেমো দ্বারা নং. ৪৫৫০-এফ (পি) তারিখ ১১ জুন, ২০১৫, তিনি কঠোরভাবে যুক্তি দেখান যে বিসি-১-এর পদগুলি পূর্ব-সংশোধিত স্কেল ধারণকারী কর্মকর্তাদের ক্যাডার থেকে স্থানান্তরের মাধ্যমে পূরণ করা হবে ১২ নং বেতনের অথবা

পূর্ব সংশোধিত বেতন স্কেল নং ১০ তারিখের ২০.০৭.২০০৯ অনুসারে এবং তিনি জোরালোভাবে দাবি করেন যে, সরকারের অবস্থান অনুযায়ী পদোন্নতির প্রতিটি পদক্ষেপে ৫০-পয়েন্টের রোস্টার বজায় রাখতে হবে এবং/অথবা অনুসরণ করতে হবে। ডব্লিউ. বি. সরকারের বিশেষ সচিব, অর্থ বিভাগের দ্বারা জারি করা ১৭ই জুন, ২০০৫ তারিখের একটি স্মারকলিপির উপর তাঁর নির্ভরতা স্থাপন করে শ্রী দাশগুপ্ত জমা দেন যে, সরকার নিম্ন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট (এল. ডি. এ., ইউ. ডি. এ., প্রধান সহকারী এবং সচিবালয় বিভাগের বিভাগীয় আধিকারিকদের 'জ্যেষ্ঠতা-সহ-যোগ্যতা'-র নিয়ম অনুযায়ী পদোন্নতির সুবিধা প্রসারিত করেছে এবং তাই, এই ধরনের নিয়মগুলি নির্বাচন কমিটির অনুসরণ করা উচিত ছিল।

৮. হাইকোর্ট প্রশাসনের বিদ্বান আইনজীবী শ্রী চক্রবর্তী দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্বান বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী কর বলেন যে, এই বিষয়ে হাইকোর্ট প্রশাসনের কোনও ভূমিকা ছিল না এবং/অথবা ছিল না। শ্রী করের মতে, এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য রাজ্যই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করুন।

৯. নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও, কেউই রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে আসেনি।

১০. ভারতীয় সংবিধানের ১৬ (৪এ) অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

"এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই রাজ্যের অধীনে পরিষেবাগুলিতে তফসিলি জাতি এবং উপজাতির অনুকূলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে, ফলস্বরূপ জ্যেষ্ঠতা সহ, সংরক্ষণের জন্য কোনও বিধান প্রণয়ন করতে বাধা দেবে না, যা রাজ্যের মতে রাজ্যের অধীনে পরিষেবাগুলিতে পর্যাপ্তভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না।"

১১. এটি লক্ষণীয় যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৬ (৪এ) একটি সক্রিয় বিধান এবং এটি রাজ্যকে এর বিধান করার জন্য একটি বিচক্ষণতা প্রদান করে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ।

১২. পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (চাকরিতে ও পদে শূন্যপদ সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭৬ (সংক্ষেপে, ১৯৭৬ সালের আইন) এর ৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, যেকোনো প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্যপদে তফসিলি জাতি (সংক্ষেপে, তফসিলি জাতি) এবং তফসিলি উপজাতি (সংক্ষেপে, তফসিলি উপজাতি) সদস্যদের জন্য সংরক্ষণ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হবে, যথা, ---

ক) তফসিল -২-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে তফসিলি জাতি সদস্যদের জন্য বাইশ শতাংশ এবং তফসিলি জাতি সদস্যদের জন্য ছয় শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে

.....

খ) ৮৭০০/- টাকার বেশি গ্রেড পে সম্পন্ন কোনও পদে কোনও সংরক্ষণ থাকবে না

গ) তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি পৃথক পঞ্চাশ-দফা তালিকা বজায় রাখা হবে।

১৩. ১৯৭৬ সালের আইনের সাথে সংযুক্ত তফসিল-২-এর অনুচ্ছেদ-(i) নির্দেশ দেয় যে পদোন্নতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ৫০-পয়েন্ট রোস্টার অনুসরণ করা হবে। তফসিল-২-এর পয়েন্ট নং (১১) নির্দেশ দেয় যে অনুচ্ছেদ (১) এবং পয়েন্ট নং-এ অন্তর্ভুক্ত নির্দেশাবলী কার্যকর করার জন্য একটি রেজিস্টার বজায় রাখা হবে। (১১১) বলে যে এর আগে পদোন্নতি দিয়ে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এর সাথে পরামর্শ করে নিশ্চিত করবে

শূন্যপদটি সংরক্ষিত বা অসংরক্ষিত কিনা তা নিবন্ধিত করুন এবং যদি এটি ১ সংরক্ষিত হয়, যার জন্য এটি তাই সংরক্ষিত। পদোন্নতি দেওয়ার পরপরই, এর বিশদ বিবরণ রেজিস্টারে প্রবেশ করানো হবে এবং নিয়োগ কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে।

১৪. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সচিব-ভারপাপ্ত কর্তৃক জারি করা ২০শে জুলাই, ২০০৯ তারিখের সার্কুলার থেকে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১.৪.২০০৩ তারিখ থেকে বিচারপতি শেঠি কমিশনের নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে:-

১) তিনটি স্তরের আদালতের জন্য বেঞ্চ ক্লার্কের তিনটি গ্রেড থাকবে,

অর্থাৎ-

i) বেঞ্চ ক্লার্ক-গ্রেড-৩, দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন/ম্যাজিস্ট্রেট) আদালতের সাথে সংযুক্ত;
ii) বেঞ্চ ক্লার্ক-গ্রেড-২, দেওয়ানী জজ (বরিষ্ঠ ডিভিশন/সিজেএম/সিএমএম) আদালতের সাথে সংযুক্ত;

iii) বেঞ্চ ক্লার্ক-গ্রেড-১, জেলা আদালতের সাথে সংযুক্ত/অতিরিক্ত বিচারক আদালত।

২) নিয়োগের পদ্ধতিঃ-

বেঞ্চ ক্লার্কদের সাধারণত সংশ্লিষ্ট ক্যাডার ১ থেকে নিয়োগ করতে হয় এবং বেঞ্চ ক্লার্ক গ্রেড-৩ থেকে বেঞ্চ ক্লার্ক গ্রেড-২ পর্যন্ত পদোন্নতির সংশ্লিষ্ট চ্যানেল দ্বারা নয় এবং বেঞ্চ ক্লার্ক গ্রেড-২ থেকে বেঞ্চ ক্লার্ক-১....

১৫. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ (অডিট) বিভাগের কাছে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কর্তৃক জারি করা ১১ জুন, ২০১৫ তারিখের স্মারকলিপি নং ৪৫৫০-এফ(পি) থেকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ২০.০৭.২০০৯ তারিখের স্মারকলিপি নং ৫১৪২-জে-এর বিধান অনুসারে, পূর্ব-সংশোধিত বেতন স্কেল নং ১২-ধারী কর্মকর্তাদের ক্যাডার থেকে বদলির মাধ্যমে অথবা পূর্ব-সংশোধিত বেতন স্কেল নং ২০-ধারী কর্মকর্তাদের ফিডার ক্যাডার থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে বিসি, গ্রেড-১ পদ পূরণ করা যেতে পারে।

১৬. উপরে উল্লিখিত ই-মেইল থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, সরকারের অবস্থান হল পদোন্নতির প্রতিটি ধাপে, ৫০-দফা তালিকা বজায় রাখতে হবে।

১৭. এটা মনে রাখা যথেষ্ট যে, ২০১০ সালের WP নং ২২৭৫২(W) এ এই আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের জেলা আদালতের সহায়ক কর্মীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে, ১৯৭৬ সালের আইনের ধারা ৫ এবং ১৯৭৬ সালের আইনের সাথে সংযুক্ত তফসিল-২ এর বিধান প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ ৫০-দফা তালিকা প্রযোজ্য হবে এবং আমি এই মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোনও যুক্তি খুঁজে পাইনি।

১৮. এই বিবেচনায়, একটি অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে পশ্চিমবঙ্গের জেলা আদালতের সহকারী কর্মীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি এবং ৫০-দফা তালিকা প্রযোজ্য এবং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিসি গ্রেড-১-এর ফিডার পদ থেকে পদোন্নতি দেওয়ার সময় সংরক্ষণ নীতি এবং ৫০-দফা তালিকা অনুসরণ করা আবশ্যক। এটা লক্ষ্য করা যথেষ্ট যে জেলা আদালতের সহায়ক কর্মীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি প্রযোজ্য হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিচারপতি শেঠি কমিশনকে আহ্বান জানানো হয়নি এবং যেহেতু বিচারপতি শেঠি কমিশনের সুপারিশে সংরক্ষণ নীতি প্রযোজ্যতা সম্পর্কে কোনও কানাঘুষা ছিল না, তাই এটি ব্যাখ্যা করা যায় না যে আদালতের সহায়ক কর্মীদের নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি প্রযোজ্য নয়।

১৯. ২০০৪ সালের এফ. এম. এ. ৪৮৮ এবং ২০০৪ সালের ১৯৬৭ সালের এম. এ. টি. নং-এর বিষয় ছিল কলকাতার সি. এম. এম-এর কার্যালয়ে প্রধান সহকারী পদে নিয়োগ। রাজ্যের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে ১ নং পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনও নিয়ম ও/অথবা নির্দেশিকা নেই বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশিকা ও/অথবা বিধি প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এই সিদ্ধান্তটি মাননীয়া ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা বহাল রাখা হয়েছিল। এটা মনে রাখা প্রাসঙ্গিক নয় যে, মাননীয়া ডিভিশন বেঞ্চ করেছে আদালতকে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ না করার নির্দেশ দেবেন না।

২০. আদালতের সহযোগী কর্মীদের পদোন্নতির দিকগুলি বিবেচনা করার জন্য প্রধান বিচারপতি দ্বারা গঠিত কমিটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে প্রধান বিচারপতির নিয়ম বা প্রচারমূলক নীতি প্রণয়নের কোনও যোগ্যতা ছিল না এবং তাই পদোন্নতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা বিধি, পার্ট-১ এবং পার্ট-২ এবং সরকার। বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করা হয়। তবে, পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এই জাতীয় কোনও নিয়ম এবং/অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশিকা পাওয়া গেছে।

২১. কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বিসি, জিআর -I (গ্রুপ-এ) পদে পদোন্নতি গ্রেডেশন তালিকায় র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় হওয়া উচিত নয় এবং তাই কমিটি সুপারিশ করেছে যে '৫০-পয়েন্ট রোস্টার অনুসারে সংরক্ষণ সম্পর্কিত অন্যান্য নির্দেশিকা এবং নিয়ম মেনে চলার সাপেক্ষে যোগ্যতা/উপযুক্ততা-সহ-জ্যেষ্ঠতার নীতি' এই বিষয়ে অনুসরণ করা উচিত গ্রেডে পদোন্নতির জন্য। একটি পদ।

২২. রিট আবেদনকারীকে ১৪.৫.২০১৮ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে প্রদত্ত তথ্য থেকে (২০১৮ সালের ডবলু. পি. নং ১০৭৩৭ (ডবলু) রিট পিটিশনের পৃষ্ঠা-৫৮), এটি স্পষ্ট করে যে যদিও কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে 'যোগ্যতা/উপযুক্ততা-সহ-জ্যেষ্ঠতার নীতি অনুসরণ করা হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ২০১৬ সাল থেকে এবং তারপর থেকে বিসি পদে পদোন্নতি, জিআর -I এর ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র অর্থাৎ ও. পি. আর এবং সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যোগ্য।

২৩. আদালতে BC, Gr-I পদগুলিতে পদোন্নতি দেওয়ার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং ৫০-দফা তালিকা বজায় রাখা হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য আমার সামনে কোনও নথি উপস্থাপন করা হয়নি এবং BC, Gr-I পদগুলিতে পদোন্নতি দেওয়ার সময় ১৯৭৬ সালের আইনের তফসিল-II এর নোট-(iii) অনুসরণ করার জন্য নগর দায়রা কোর্ট কর্তৃক কোনও নথি জমা দেওয়া হয়নি।

২৪. ১৭ই জুন, ২০০৫ তারিখের স্মারকলিপি নং ৪৯৮২-এফ থেকে জানা যায় যে, সরকার তার সচিবালয় বিভাগের এলডিএ, ইউডিএ, প্রধান সহকারী, সেকশন অফিসারদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা-সহ-যোগ্যতার মানদণ্ড গ্রহণ করেছে। ১০.০৯.২০০২ তারিখের স্মারকলিপি নং ৯১৩৫-এফ (যার প্রাসঙ্গিক অংশ ২০১৮ সালের WPA ১৮৫৪৮ রিট আবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে) বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং সততা উন্নত করার জন্য, কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের একটি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলা আদালতগুলি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে, গ্রেড-এ-এর অধীনে কর্মচারীরা বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হবেন, যেখানে গ্রেড-বি, গ্রেড-সি এবং গ্রেড-ডি-এর কর্মীরা ওপেন পারফরম্যান্স রিপোর্ট (OPR) সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত হবেন এবং গ্রেড-বি-এর অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীরা যারা গ্রেড-এ-তে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন তারা বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ব্যবস্থার প্রতিবেদন দ্বারা পরিচালিত হবেন।

২৫. ১০.০৯.২০০২ তারিখের স্মারকলিপি নং ৯১৩৫-এফ-এ আরও বলা হয়েছে যে, গ্রেড-বি-এর যেসব কর্মচারী গ্রেড-এ পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন, তাদের পদোন্নতির জন্য যোগ্য হওয়ার জন্য উপস্থিতির উপর অতিরিক্ত ৭০% নম্বর পেতে হবে এবং পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই ধরনের কর্মচারীদের সামগ্রিকভাবে ৬০% নম্বর পেতে হবে। উল্লেখ্য যে, ১০.০৯.২০০২ তারিখের স্মারকলিপি নং ৯১৩৫-এফ-এ বলা হয়েছে যে, ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়া হবে।

২৬. আদালত বিচারিক নোটিশ নিতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ জেলা আদালত (কর্মচারীদের চাকরির সংবিধান, নিয়োগ, নিয়োগ, প্রবেশন এবং শৃঙ্খলা) বিধি, ২০১৫ (এরপর থেকে ২০১৫ সালের বিধি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), যা ৬.৭.২০২১ থেকে কার্যকর হয়েছে, নির্দেশ দেয় যে বিসি, গ্রেড-১ পদটি কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। ০৮.০৫.২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি (সংযোজনী-প/৭ ২০১৮ সালের W.P. নং ১০৭৩৭(W) এর বিরোধিতায় শপথপত্রের সাথে) থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে শেরিস্টেদার, বরিষ্ঠ শেরিস্টেদার, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদের জন্য নিয়োগের পদ্ধতি, যা গ্রেড-এ পদও, 'জ্যেষ্ঠতা-সহ-যোগ্যতা'র ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে ছিল।

২৭. অতএব, উপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে, ২০১৫ সালের বিধি কার্যকর হওয়ার আগে, পশ্চিমবঙ্গের জেলা আদালতের সহায়ক কর্মীদের Gr-A পদে পদোন্নতি 'জ্যেষ্ঠতা-সহ-মেধার' ভিত্তিতে দেওয়া উচিত ছিল, যারা ACR বা OPR-তে ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনকারী নম্বর পেয়েছেন।

২৮. এটি একটি সাধারণ আইন যে কোনও কর্মচারীর পদোন্নতির অর্পিত অধিকার নেই তবে বিদ্যমান নিয়ম অনুসারে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হওয়ার অধিকার তার রয়েছে এবং যেহেতু সংরক্ষণ নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়নি এবং BC, Gr-I পদে পদোন্নতি দেওয়ার সময় 'জ্যেষ্ঠতা-সহ-যোগ্যতা'র নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি, তাই ভারতীয় সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনকারীর অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

২৯. অতএব, এটা বেশ স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল যে আদালতের নির্বাচন কমিটি ৫০-দফা তালিকা বজায় না রেখে এবং ১৯৭৬ সালের আইনের ৫ ধারার বিধান প্রয়োগ না করে এবং বিসি, গ্রেড-১ এবং/অথবা গ্রেড-এ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা/উপযুক্ততা-সহ-জ্যেষ্ঠতার মানদণ্ড অনুসরণ করে ভুল করেছে, কিন্তু এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে, ২০১৬ এবং তার পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত এবং প্রকাশিত গ্রেডেশন তালিকা এবং এই ধরণের গ্রেডেশন তালিকার ভিত্তিতে প্রদত্ত পদোন্নতি বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া সমীচীন হবে না।

৩০. এর পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৮ সালের W.P.no. 10737(W), ২০১৮ সালের WPA 18548 এবং ২০২১ সালের WPA 11142 নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী সহ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে:-

i) কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করার সময়, নগর দায়রা আদালতের প্রধান বিচারক পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (চাকরিতে শূন্যপদ সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭৬ এর ধারা ৫ এর বিধান অনুসারে কাজ করবেন;

ii) পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (চাকরিতে শূন্যপদ সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭৬ এর তফসিল-২ এর অনুচ্ছেদ-(i) এ থাকা নির্দেশাবলী কার্যকর করার জন্য প্রধান বিচারক একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন, যদি এটি রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় এবং পদোন্নতি দেওয়ার আগে, আদালত ১৯৭৬ সালের আইনের সাথে সংযুক্ত তফসিল-২ এ থাকা নির্দেশাবলী এবং এর অধীনে সন্নিবেশিত নোটগুলি অনুসরণ করবে;

iii) নগর দায়রা আদালতের প্রধান বিচারপতি একজন ঊর্ধ্বতন বিচারিক কর্মকর্তার সভাপতিত্বে তাঁর পছন্দের তিন সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করবেন;

iv) আবেদনকারীর সমসাময়িক ওপিআর সহ সকল প্রাসঙ্গিক নথিপত্র যাচাই-বাছাই করে কমিটি নিশ্চিত করবে যে আবেদনকারী উপস্থিতিতে ৭০% এবং ওপিআরে সামগ্রিকভাবে ৬০% নম্বর পেয়ে পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেছেন কিনা;

v) উপরে আলোচিত সংরক্ষণের নিয়মাবলী প্রয়োগের পর এবং যদি জ্যেষ্ঠতা-সহ-যোগ্যতার ভিত্তিতে, আবেদনকারী পদোন্নতির বিবেচনার ক্ষেত্রের মধ্যে আসেন, তাহলে কমিটি আবেদনকারীর বিসি, গ্রেড-১ পদে পদোন্নতির জন্য প্রধান বিচারকের কাছে সুপারিশ করবে, যিনি পরবর্তীতে আবেদনকারীর অনুকূলে পদোন্নতির সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং

বকেয়া বেতন, জ্যেষ্ঠতা ইত্যাদি সহ সমস্ত আনুষঙ্গিক সুবিধা প্রদানের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

Vi) এই আদেশের অনুলিপি পাওয়ার তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

৩১. রিট আবেদনগুলি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হচ্ছে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই।

৩২. আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পোস্ট করা এই রায় এবং আদেশের একটি সার্ভার কপির ভিত্তিতে পক্ষগুলি কাজ করার অধিকারী হবে।

৩৩. প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে, এই রায়ের জরুরি জেরক্স সার্টিফাইড ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(পার্থ সারথি চ্যাটার্জি, বিচারপতি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal